رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه

গাউছে পাক এর শানময় মর্যাদা

(BANGLA)

গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর জ্ঞানময় মর্যাদা

গিয়ারভী শরীফের সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط
اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَارَسُوۡلَ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا حَبِیۡبَ اللّٰہ
اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا نَبِیَّ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا نُوۡرَ اللّٰہ
نَوَیۡتُ سُنَّتَ الۡاِعۡتِکَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষন মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবু তালহা আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত যে, একবার সকালবেলা **নবী করীম, রঊফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চেহারায় খুশির ঝলক প্রকাশ পেল, সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আজকে আপনাকে অনেক খুশি দেখাচ্ছে? ইরশাদ করলেন: আমার রবের (প্রতিপালকের) পক্ষ থেকে এক আগমনকারী এলো এবং আমাকে আরয করলো যে, আপনার যে উম্মত আপনার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য দশটি নেকী লিখে দিবেন, তার দশটি গুনাহ মুছে দিবেন এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন আর তার প্রতি ততটুকু রহমত প্রেরণ করবেন। (মুসনাদে আহমদ, হাদীসে আবি তালহা, নম্বর-১৬৩৫২, ৫/৫০৯)

উন পর দুরূদ জিন কো কাসে বে কাসাঁ কাহিঁ, উন পর সালাম জিন কো খবর বে খবর কি হে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: অর্থাৎ আমরা আমাদের সেই প্রিয় **আক্বা**র প্রতি দরূদ প্রেরণ করি, যিনি সকল নিরাশ্রয়দের আশ্রয় এবং আমরা আমাদের সেই **আক্বা**র প্রতি সালাম প্রেরণ করি, যিনি আমরা উদাসীনদের খবরাখবর রাখেন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। ফরমানে **মুস্তফা** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِیَّۃُ الۡمُؤۡمِنِ خَیۡرٌ مِّنۡ عَمَلِہٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

দুটি মাদানী ফুল:

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভাল নিয়্যত যত বেশী হবে, সাওয়াবও তত বেশী পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষন সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারন করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوۡبُوۡا اِلَی اللہ! ,اُذۡکُرُوا اللہ! ,صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর স্বয়ং আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ রবিউল আখির মাস আমাদের মাঝে চলমান। এটি ঐ মোবারক মাস, যার ১১তম তারিখে কুতুবে রব্বানি, গাউছে ছমদানি, কিন্দিলে নূরানী, শাহবাজে লামকানী হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর ওরস মোবারক উদযাপন করা হয়, যাকে আশিকানে গাউস গিয়ারভী শরীফও বলে থাকে। এই উপলক্ষ্যে আজ আমরা বাগদাদের জমিনে নিজের নুরানী মাযারে আরামকারী, সেই পবিত্র ব্যক্তিত্বের উত্তম আলোচনা শুনবো, বিশেষকরে তাঁর ইলমী (জ্ঞানময়) মর্যাদা সম্পর্কে শ্রবণ করবো।

যাকে দুনিয়া গাউছে আযম উপাধী দ্বারা চেনে। **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁকে বিলায়তের সেই মহান মুকুট দান করেছেন যে, তিনি সকল আউলিয়াদের সরদার হয়ে গেছেন। আসুন! সর্ব প্রথম হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর ইলমী শান ও শওকত সম্পর্কে একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি:

জ্ঞানের সাগর

হযরত সায়্যিদুনা হাফিজ আবুল আব্বাস আহমদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: আমি আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর সাথে একবার হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর ইজতিমায়ে গাউসিয়ায় উপস্থিত ছিলাম, একজন ক্বারী কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করলো, তিলাওয়াতের পর হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ওয়াজ শুরু করলেন এবং তিলাওয়াত কৃত আয়াতে মোবারাকা হতে একটি আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে আয়াতের একটি অর্থ বর্ণনা করলেন, আমি আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ কে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনার কি এই তাফসীর (তাফসীরের) সম্পর্কে জানা আছে? তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ! আমার এই তাফসীরী উক্তি জানা আছে, এরপর হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এক এক করে এগারটি তাফসীরী উক্তি আলোচনা করলেন, আমার জিজ্ঞাসার কারণে প্রতিবারই আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলতে থাকেন, এই তাফসীরী উক্তিটি তাঁর জানা আছে। হাফিজ আবুল আব্বাস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন যে, হুযুরে গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ সেই একটি আয়াতের চল্লিশটি তাফসীরী উক্তি বর্ণনা করেন এবং প্রতিটি উক্তির বর্ণনাকারীর নামও বর্ণনা করেন, কিন্তু এগারটি তাফসীরের পর থেকে প্রতিটি তাফসীর সম্পর্কে আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ না বোধক মাথা নাড়তে থাকেন যে, এই তাফসীর আমার জানা নাই।

(আখবারুল আখইয়ার, ১১ পৃষ্ঠা। বাহজাতুল আসরার, ২২৪ পৃষ্ঠা। যুবদাতুল আসার, ৫২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা দ্বারা হুযুর গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর জ্ঞানের স্তর ও মর্যাদার উচ্চতা স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় যে, তিনি একই সময়ে একটি আয়াতে মোবারাকার চল্লিশটি তাফসীর বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে উনত্রিশটি তাফসীর আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর জানাও ছিলো না, অথচ

আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সেই সময়ের অনেক বড় আলিম ও ইমাম ছিলেন, তিনি ইলমে কোরআন, ইলমে হাদীস, ইলমে ফিকাহ, ভূ-গোল শাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, ইতিহাস, তাফসীর, ইলমে নাহু, জ্যোতি বিদ্যা, গণিত শাস্ত্র, সাহিত্য এবং নাহু ইত্যাদি বিদ্যা ছাড়াও বহুবিধ বিষয়ে কিতাব প্রণয়ন করেছেন। তাঁর প্রণীত কিতাবের সংখ্যা ৩০০ এরও অধিক বলা হয়ে থাকে। তন্মধ্যে কিছু কিতাব বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত, আবার কতগুলো একক রিসালা। (উয়ুনুল হিকায়তের ভুমিকা, ১/৫)

ইমাম ইবনে কুদামা হাম্বলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ইমাম ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আপন যুগে ওয়াজ ও বক্তব্যের ইমাম ছিলেন, বিভিন্ন বিষয়ে খুবই সুন্দর সুন্দর কিতাব রচনা করেছেন, পাঠদানও করতেন এবং তিনি হাফিজুল হাদীসও ছিলেন। (হাফিজুল হাদীস কাকে বলা হয়? আসুন! শুনি! একলক্ষ (১,০০,০০০) হাদীস শরীফ সনদ সহকারে যার মুখস্থ তাকে হাফিজুল হাদীস বলা হয়) (আঁসোয়ো কা দরিয়া এর ভুমিকা, পৃষ্ঠা ১৫) কিন্তু যুগের এতো বড় ইমাম হওয়ার পরও আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ, হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বর্ণনাকৃত চল্লিশটি তাফসীরী উক্তির মধ্যে মাত্র এগারোটি সম্পর্কে জানতেন, যা দ্বারা হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُاللهِتَعَالٰى عَلَيْهِ এর জ্ঞানের সমুদ্রের গভীরতার অনুমান করা যেতে পারে।

মাযহারে আযমতে গাফ্ফার হে গাউছে আযম, মাযহারে রিফআতে জাব্বার হে গাউছে আযম।
নায়েবে আহমদে মুখতার হে গাউছে আযম, অউর সব অলীয়ুঁ কে সরদার হে গাউছে আযম।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৫৯ পৃষ্ঠা)

সুলতানে বিলায়াত	গাউছে পাক	দরিয়ায়ে কারামত	গাউছে পাক
অলীয়ুঁ পে হুকুমত	গাউছে পাক	ফরমাওঁ হিমায়ত	গাউছে পাক

♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক

(১) হুযুর ﷺ এর সুসংবাদ প্রদান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গাউছে ছামদানী, শাহবাযে লামাকানী, কিন্দিলে নূরানী হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী আল হাসানী ওয়াল হুসাইনী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ১ম রমযান জুমার দিন ৪৭০ হিজরীতে বাগদাদ শরীফের নিকটতম গ্রাম জিলানে জন্মগ্রহণ করেন। (বাহজাতুল আসরার, ১৭১ পৃষ্ঠা)

মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১০৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“গাউছে পাক কে হালাত”** এর ২১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে; মাহবুবে সুবহানী, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত সায়্যিদুনা আবু সালেহ মুসা জঙ্গী দোস্ত رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ হুযুর গাউছে আযম رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর জন্মের সময় দেখেন যে, **সরওয়ারে কায়েনাত, শাহান শাহে মওজুদাত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরাম ও আউলিয়ায়ে এজামদের رِضۡوَانُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِمۡ اَجۡمَعِیۡن সাথে তাঁর ঘরে আগমন করেন এবং তাঁকে এই সুসংবাদ দ্বারা ধন্য করেন: হে আবু সালেহ! **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাকে এমন সন্তান দান করেছেন, যে একজন অলী এবং সে আমার আর **আল্লাহ্ তাআলার** মাহবুব আর তার মর্যাদা, আউলিয়া ও কুতুবের মাঝে এমনি হবে, যেমন মর্যাদা আম্বিয়া ও রাসূলগনের عَلَیۡہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام মাঝে আমার। (সীরাতে গাউছে সাকালাইন, ৫৫ পৃষ্ঠা)

আ’প হে পীরোঁ কে পীর অউর আ’প হে রওশন যামির,
আ’প শাহে ইতকিয়া ইয়া গাউছে আযম দস্তগীর।
আউলিয়া কি গর্দানোঁ হে আ’প কে যেয়রে কদম,
ইয়া ইমামাল আউলিয়া ইয়া গাউছে আযম দস্তগীর।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৪৭ পৃষ্ঠা)

ফানুসে হেদায়ত	গাউছে পাক	সরতা ইয়া শরাফত	গাউছে পাক
সরতাজে শরিয়ত	গাউছে পাক	হে মাহযানে আযমত	গাউছে পাক

♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক

(২) আম্বিয়ায়ে কিরামগণের عَلَیۡہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام সুসংবাদ সমূহ

তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতাকে **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ছাড়াও অসংখ্য আম্বিয়ায়ে কিরামগণও عَلَیۡہِمُ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام এই সুসংবাদ দিয়েছেন যে, সকল **আল্লাহ্ তাআলার** অলীগণ তোমার সন্তানের অনুগত হবে এবং তাঁদের কাঁধে তাঁর কদম মোবারক থাকবে। (তাফরিহুল খাতির, ৫৭ পৃষ্ঠা)

জিস কি মিম্বর বনি গর্দানে আউলিয়া,
উস কদম কি কারামত পে লাখো সালাম।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের গাউছে পাক, শাহানশাহে বাগদাদ رَحْمَةُاللهِتَعَالٰى عَلَيْهِ এর শান ও মহত্ব কিরূপ মহৎ ও উচ্চতর, কেননা তাঁর জন্ম হতেই **অদৃশ্যের সংবাদ দাতা আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর উচ্চ মর্যাদা এবং শান ও মহত্বের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সম্মানিত পিতাকে এটাও জানিয়ে দেয়া হলো যে, তোমার সন্তান সকল আউলিয়াদের সরদার হবে। সুতরাং তাঁর জন্ম হতেই বরকত ও মাহাত্ম প্রকাশ হওয়া শুরু হলো।

সৌভাগ্যময় জন্ম এবং আশ্চার্যজনক ঘটনা

তাঁর সৌভাগ্যময় জন্মের সময় অনেক আশ্চার্য জনক ঘটনার অবতারনা হয়, সবচেয়ে বড় ঘটনা হলো যে, যখন তিনি জন্ম গ্রহণ করেন, সেই সময় তাঁর সম্মানিতা আম্মাজান হযরত উম্মল খাইর ফাতেমা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا এর বয়স ষাট (৬০) বছর ছিলো, অথচ এই বয়সে সাধারণত মহিলারা সন্তানের আশা ছেড়ে দেয়। (বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা ১৭৩। গুনিয়াতুত তলিবিন এর ভূমিকা, পৃষ্ঠা ১০) এটা **আল্লাহ্ তাআলা**র বিশেষ অনুগ্রহ যে, এই বয়সেই হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর মায়ের পেট মোবারক থেকে জন্মগ্রহণ করেন। যে রাতে হুযুর গাউছে আযম, পীরানে পীর দস্তগীর رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জন্ম হলো, সেই রাতে জিলান শরীফের যে মহিলার ঘরে সন্তান জন্ম হয়েছে, তাদের সবাইকে **আল্লাহ্ সুবাহানাহু ওয়া তাআলা** ছেলে হিসেবেই দান করেছেন এবং প্রতিটি ছেলেই **আল্লাহ্ তাআলা**র অলী হয়েছে। (তাফরিহুল খাতির, ৫৭ পৃষ্ঠা)

দুধ মা কা না পিয়া আ'প নে রমযানোঁ মে,
আ'প বচপন সে সমঝদার হে গাউছে আযম।
হাশর তক গায়েঙ্গে হাম গীত তোমারে মুর্শিদ,
হাম তোমারে জু নমক খোয়ার হে গাউছে আযম।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৬০ পৃষ্ঠা)

সুলতানে বিলায়াত	গাউছে পাক	দরিয়ায়ে কারামত	গাউছে পাক
অলীয়ুঁ পে হুকুমত	গাউছে পাক	ফরমাওঁ হিমায়ত	গাউছে পাক

♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক

www.dawateislami.net

গাউছে আযমের আকৃতি

তাঁর আকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে আবু আব্দুল্লাহ্ বিন আহমদ বিন কুদামা رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: শায়খুল ইসলাম, সুলতানুল আউলিয়া, মুহিউদ্দিন, সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُاللهِتَعَالٰی عَلَیۡهِ এর শরীর নরম, মধ্যম উচ্চতা, প্রশস্থ বুক এবং লম্বা দাঁড়ি আর গোধুম বর্ণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর দুই ভ্রু পরস্পর মিলিত ছিলো, মোবারক আওয়াজ উচ্চ এবং চেহারা খুবই সুন্দর ছিলো। তিনি رَحۡمَةُاللهِتَعَالٰی عَلَیۡهِ খুবই মেধাবী ছিলেন। (নুযহাতুল খাতিরিল ফাতির, ১৯ পৃষ্ঠা)

মায়ের গর্ভে জ্ঞানার্জন

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা, আশিকে আউলিয়া ও গাউসুল ওয়ারা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتۡ بَرَکَاتُهُمُ الۡعَالِیَه তাঁর রিসালা **"মুন্নার লাশ"** এর ৪র্থ পৃষ্ঠায় বলেন: পাঁচ বছর বয়সে যখন সর্বপ্রথম بِسۡمِ الله পাঠ করার আনুষ্ঠানিকতার জন্য জনৈক বুযুর্গের নিকট বসলেন তখন اَعُوۡذُ ও بِسۡمِ الله পাঠ করে সুরা ফাতিহা এবং الٓمّٓ থেকে শুরু করে আঠারো পারা পর্যন্ত তিলাওয়াত করে শুনিয়ে দিলেন। ঐ বুযুর্গ বললেন: বেটা! আরো পাঠ করো। বললেন: ব্যস! আমার এতটুকুই মুখস্থ আছে, কেননা আমার মায়েরও এতটুকুই মুখস্থ ছিলো, যখন আমি আমার মায়ের গর্ভে ছিলাম, সে সময় তিনি তা পাঠ করতেন, আমি শুনে শুনে মুখস্থ করে নিয়েছিলাম। (মুন্নার লাশ, ৪ পৃষ্ঠা। আল হাকাইক্ব ফিল হাদাইক্ব, ১৪০ পৃষ্ঠা)

মেরে মুর্শিদ মেরী সরকার হে গাউছে আযম,
মেরে রেহবর মেরে গমখোয়ার হে গাউছে আযম।
হো করম! হুসনে আমল আহ! নেহী হে কোয়ি,
না ওযায়িফ হে না আযকার হে গাউছে আযম।
হাশর কে রোজ হামারি ভি শাফায়াত করনা,
আহ! হাম সখত গুনাহগার হে গাউছে আযম।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৫৯-৫৬১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রাথমিক শিক্ষা

তখনো তিনি ছোটই ছিলেন যে, তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত সায়্যিদুনা আবু সালেহ মুসা জঙ্গি দোস্ত رَحْمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه ইন্তিকাল করেন, তাঁর নানা হযরত আব্দুল্লাহ্ ছোমায়ী رَحْمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه তাঁর লালন পালন করেন, যিনি জিলান শরীফের মাশয়িখকে কিরামদের অর্ন্তভূক্ত ছিলেন এবং অত্যন্ত মুত্তাকী ও পরহেযগার ছাড়াও দয়া ও উৎকর্ষতার মালিক ছিলেন। তাঁর থেকে হুযুর গাউছে পাক رَحْمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষন গ্রহণ করেন। হুযুর মাহবুবে সুবহানী, কুতুবে রব্বানী, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه এর নিকট কেউ জিজ্ঞাসা করলো: আপনি নিজেকে অলী হিসেবে কখন থেকে জানেন? বললেন: আমার বয়স তখন দশ (১০) বছর ছিলো, আমি আমার ঘর থেকে মাদরাসায় পড়ার জন্য যেতাম, তখন ফিরিশতাদের দেখতাম, যারা ছেলেদের বলতো যে, **আল্লাহ্ তাআলার** অলীকে বসার জন্য জায়গা করে দাও। (বাহজাতুল আসরার, ৪৮ পৃষ্ঠা)

খোদাকে ফযল সে হাম পর হে ছায়া গাউছে আযম কা,
হামে দুনো জাহাঁ মে হে সাহারা গাউছে আযম কা।
বালিয়াত ও গম ও আফকার কিউঁ কর ঘের সেকতে হে,
সারোঁ পর নাম লিউঁ কে হে পাঞ্জা গাউছে আযম কা।
মুখালিফ কিয়া কারে মেরা কেহ হে বেহদ করম মুঝ পর,
খোদা কা, রাহমাতুল্লিল আলামিন কা গাইসে আযম কা।
ফিরিশতে মাদরাসে তক সাথ পোঁহছানে কো জাতে থে,
ইয়ে দরবারে ইলাহী মে হে রুতবা গাউছে আযম কা।

(কাবালায়ে বখশীশ, ৫২ থেকে ৫৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ কি রহমত	গাউছে পাক	হো হাম পে ইনায়াত	গাউছে পাক
হে বাইসে বরকত	গাউছে পাক	কমজোড় কি তাকত	গাউছে পাক

♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক

হুযুর গাউছে পাক رَحْمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه নিজের পৈত্রিক এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করার পর ইলমে দ্বীনের আরো আগ্রহ নিয়ে ৪৮৮ হিজরীতে ১৮ বছর বয়সে বাগদাদ শরীফ তাশরীফ নিয়ে আসেন। (সীয়রিল আকতাব, পৃষ্ঠা ১৫৯) কেননা বাগদাদই সেই যুগে শিক্ষা ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের কেন্দ্র ছিলো।

ইলমে দ্বীন অর্জনের প্রতি ইঙ্গিত

শায়খ মুহাম্মদ বিন কায়েদ আলাওয়ানী رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: একবার গাউছে সমদানী, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, আমি তাঁর নিকট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করছিলাম, এর মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিলো যে, হুযুর! আপনি আপনার কর্মকান্ডের ভিত্তি কিসের উপর রেখেছেন? তিনি رَحۡمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: আমি আমার কর্মকান্ডের ভিত্তি সততা ও সত্যবাদীতার উপর রেখেছি, আমি কখনো মিথ্যা এবং ভূল বলে কাজ করিনি, শৈশবে আমি যখন মাদরাসায় পড়তাম, তখনো কখনো মিথ্যা বলিনি, অতঃপর বললেন: আমি একদিন হজ্বের মৌসুমে জঙ্গলে গিয়েছিলাম, আমি একটি ষাঁড়ের পেছনে পেছনে চলছিলাম, হঠাৎ সেই ষাঁড় আমার দিকে তাকিয়ে বললো: یَا عَبۡدَ الۡقَادِرِ مَا لِھٰذَا خُلِقۡتَ অর্থাৎ হে আব্দুল কাদির! তোমাকে এরূপ কাজের জন্য তো সৃষ্টি করা হয়নি, আমি ঘাবড়ে গিয়ে ঘরে ফিরে আসলাম এবং আমার ঘরের ছাদে উঠলাম, দেখলাম যে, আরাফাতের ময়দানে লোকেরা দন্ডায়মান, এরপর আমি আমার সম্মানিতা আম্মাজানের খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম: আপনি আমাকে **আল্লাহ্ তাআলা**র রাস্তায় ওয়াকফ করে দিন এবং আমাকে বাগদাদ যাওয়ার অনুমতি দান করুন, যেন আমি সেখানে গিয়ে ইলমে দ্বীন অর্জন করি, শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান رَحۡمَةُاللّٰہِتَعَالٰی عَلَیۡہَا আমাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে আমি ষাঁড়ের ঘটনাটি আরয করলাম, একথা শুনে তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে পড়ে এবং ৮০টি দিনার যা আমার আব্বাজানের পক্ষ হতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া, আমি তার থেকে ৪০ দিনার নিলাম এবং ৪০ দিনার আমার ভাই সৈয়দ আবু আহমদ জিলানীর জন্য রেখে দিলাম, শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান আমার ৪০ দিনার আমার বিশেষ জুব্বায় সিলাই করে দিলেন এবং আমাকে বাগদাদ যাওয়ার অনুমতি প্রদান করলেন আর আমাকে সর্বাবস্থায় সত্য কথা বলার জন্য উপদেশ দিলেন, জিলান থেকে বাইরে পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিতে আসলেন এবং বললেন: یَا وَلَدِیۡ اِذۡھَبۡ فَقَدۡ خَرَجۡتُ عَنۡكَ لِلّٰہِ فَھٰذَا وَجۡہٌ لَا اَرَاہُ اِلٰی یَوۡمِ الۡقِیَامَةِ অর্থাৎ হে আমার প্রিয় সন্তান, যাও! **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমি তোমাকে আমার থেকে পৃথক করছি এবং তোমার চেহারা আমার কিয়ামতের দিনই দেখা নসীব হবে।

অতঃপর আমি বাগদাদ গমনকারী ছোট একটি কাফেলার সাথে রওয়ানা হয়ে গেলাম, যখন আমরা সামনে অগ্রসর হলাম তখন ৬০জন অশ্বারোহী ডাকাত দল আমাদের কাফেলাকে ঘিরে নিলো এবং কাফেলা ওয়ালাদের লুটতে লাগলো, আমার সাথে কেউ কোন জোর জবরদস্তি করলো না, তবে তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আমাকে এসে জিজ্ঞাসা করলো যে, তোমার নিকট কি আছে? আমি সত্য বলতে গিয়ে বললাম: আমার নিকট ৪০ দিনার (অর্থাৎ সোনার সিঁকি) রয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করলো: কোথায়? আমি বললাম: আমার বগলের নিচে আমার জুব্বার সাথে সেলাই করা, সে এই কথাকে উপহাস মনে করে আমার কাছ থেকে চলে গেলো, কিছুক্ষণ পর অপর এক ব্যক্তি এসে একই প্রশ্ন করলো এবং আমিও একই উত্তর দিলাম, সেও আমার কাছ থেকে চলে গেলো, সে দুজন যখন তাদের সরদারের নিকট আমার সম্পর্কে বললো তখন তার আদেশে আমাকে তার নিকট নিয়ে যাওয়া হলো, তখন তারা সবাই লুণ্ঠিত মালামাল পরস্পর ভাগ করছিলো, আমাকে দেখে যখন তাদের সরদার জিজ্ঞাসা করলো যে, তোমার নিকট কি আছে? আমি বললাম: আমার নিকট আমার জুব্বায় ৪০টি দিনার রয়েছে। সরদারের আদেশে আমার জুব্বা খোলা হলো, তখন দেখা গেলো আসলেই ৪০টি দিনার বিদ্যমান। সরদার খুবই আশ্চর্য্য হলো এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করলো: مَاحَمَلَكَ عَلٰى هٰذَا الْاِعْتِرَافِ অর্থাৎ তোমাকে এই দিনারের সম্পর্কে সত্য বলার জন্য কোন বিষয়টি বাধ্য করেছে? (অর্থাৎ তুমি চাইলে তো আমাদের না বলতে পারতে) আমি বললাম: আমার আম্মাজান আমার নিকট থেকে ওয়াদা নিয়েছেন যে, আমি যেন সর্বদা সত্য বলি এবং কখনো যেন এই ওয়াদার খেলাফ না করি, এ কথা শুনে সেই সরদারের চোখ থেকে অশ্রু গড়াতে শুরু করলো যে, একদিকে তুমি নিজের মায়ের সাথে করা ওয়াদা পালন করছো আর একদিকে আমি সারা বছর আমার রবের সাথে ওয়াদার খেলাফ করে যাচ্ছি, সে ঐ মুহুর্তেই আমার হাতে তাওবা করলো, তার সাথীরা যখন এই অবস্থা দেখলো তখন তারা বললো আমরা যখন ডাকাতীতে তোমার সাথী ছিলাম তখন তাওবা করাতে তোমার সাথেই থাকবো, সুতরাং তারা সবাই তাওবা করলো এবং লুণ্ঠিত মাল কাফেলা ওয়ালাদের ফিরিয়ে দিলো, এরাই সেই লোক যারা আমার হাতে সর্বপ্রথম তাওবা করেছিলো। (কালাইদিল জাওয়াহির, ৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

চোর হাকীম সে পুছা করতে হে ইয়াঁ উস কি খিলাফ, তেরে দা'মন মে চুপে চোর আনোকা তেরা।
বদ সহি চোর সহি মুজরিম ও নাকারা সহি, এ্যয় ওহ কেয়সা হি সহি হে তু করীমা তেরা।
তু জু চাহে তো আভি মেয়ল মরে দিল কে ধুলে, কেহ খোদা দিল নেহী করতা কাভি মেয়লা তেরা।

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৬-২২ পৃষ্ঠা)

দিলওয়ায়ে জান্নাত	গাউছে পাক	দো বদীয়ুঁ সে নফরত	গাউছে পাক
দো শওকে ইবাদাত	গাউছে পাক	সরকার কি উলফত	গাউছে পাক

♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে জানা গেলো, আমাদের ছরকারে বাগদাদ, হুযুরে গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর ইলমে দ্বীন অর্জন করার এমন আগ্রহ ছিলো যে, এর জন্য তিনি رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ শুধু ঘর বাড়ি ছেড়ে দূর দুরান্তে সফর করেননি বরং আপন স্নেহময়ী মায়ের বিচ্ছেদও সহ্য করেছেন। তাঁর আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهَا এর কোরবানীর প্রতিও শত কোটি মারহাবা! না শুধু নিজের কলিজার টুকরোর বিচ্ছেদকে সহ্য করে তাঁকে ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য অনুমতি প্রদান করলেন বরং নিজের শাহজাদাকে ইলমে দ্বীন অর্জন এবং ইলমের খেদমত করার জন্য এমনভাবে ওয়াকফ করেন যে, সফরের জন্য বিদায়ের সময় প্রকাশ্যভাবে বলে দিলেন: "يَا وَلَدِیْ اِذْهَبْ فَقَدْ خَرَجْتُ عَنْكَ لِلّٰهِ فَهٰذَا وَجْهٌ لَا اَرَاهُ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ অর্থাৎ হে আমার প্রিয় সন্তান! যাও! **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমি তোমাকে আমার থেকে পৃথক করছি এবং তোমার চেহারা আমার কিয়ামতের দিনই দেখা নসীব হবে।" গাউছে পাক, শাহানশাহে বাগদাদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান গাউছে পাককে না শুধু সফর করার অনুমতি দিয়েছেন বরং খরচাও দিয়েছেন। এখানে সেই আশিকানে রাসুল এবং আশিকানে গাউছে আযমগণ একবার ভাবুন তো, দুনিয়াবী শিক্ষা এবং ব্যবসার জন্য তো সন্তানকে ধন সম্পদ দেয়, কিন্তু দ্বীনি শিক্ষার বেলায় তাদের কোন সাহায্যই করে না।

এই ঘটনা থেকে এটাও জানতে পারলাম যে, হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ সত্যবাদীতার কিরূপ অনুসারী ছিলেন যে, তিনি তাঁর বয়সে কখনো মিথ্যার আশ্রয় নেননি, নিজের সকল কর্মকান্ডের ভিত্তি সত্যবাদীতা এবং বিশ্বস্ততার উপর রাখেন, যার একটি বড় কারণ হচ্ছে, তাঁর নেককার আম্মাজান হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মুল খায়ের ফাতেমা رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَیْهَا এর উত্তম শিক্ষা।

যেমনটি আমরা শুনলাম যে, তাঁর শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهَا তাঁকে সর্বদা সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার ওয়াদা নিয়েছিলেন, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, সন্তানকে ইসলামী শিক্ষা দেয়া, নিজেও সর্বদা সত্য বলা এবং তাদেরও শৈশব থেকেই সত্য বলার শিক্ষা দেয়া।

আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মিথ্যা থেকে বাঁচার এবং সত্যবাদীতার পথ অবলম্বন করার প্রতি জোর দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন: সত্যবাদীতাকে আবশ্যক করে নাও, কেননা সত্যবাদীতা নেকীর দিকে নিয়ে যায় এবং নেকী জান্নাতের পথ দেখায়। মানুষ সর্বদা সত্য বলতে থাকে এবং সত্য বলার চেষ্টা করতে থাকে, এমনকি সে **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট সিদ্দীক হিসেবে লিখে দেয়া হয় এবং মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা মিথ্যা গুনাহের দিকে নিয়ে যায় আর গুনাহ জাহান্নামের পথ দেখায়, মানুষ সর্বদা মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যা বলার চেষ্টা করতে থাকে, এমনকি সে **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট অনেক বড় মিথ্যুক হিসেবে লিখে দেয়া হয়। **(মুসলিম, কিতাবুল বিরের ওয়াস সিলাহ, পৃষ্ঠা ১৪০৫, হাদীস নং-২৬০৭)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বিশেষ করে বাচ্চাদের এবং সাধারণত বড়দের মাদানী প্রশিক্ষণের জন্য সত্যি কাহিনী লিখে থাকেন, যাতে অনেক সুন্দর সুন্দর বিষয়াবলী রয়েছে, ধরনও খুবই সহজ রাখা হয় যেন বাচ্চারাও সহজে বুঝতে পারে, সেই রিসালাগুলোয় খুবই উত্তম কাগজ ব্যবহার করার পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় চিত্রও বানানো হয়েছে, যেন বাচ্চাদের জন্য আকর্ষনীয় এবং চিত্তাকর্ষক হয়, বাচ্চাদের এই কাহিনী মাকতাবাতুল মদীনা থেকে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করুন এবং যদি ওয়েব সাইট থেকে পড়তে চান তবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে আপনি এই কাহিনী গুলো পড়তেও পারবেন, ডাউনলোডও করতে পারবেন এবং এর প্রিন্টও বের করতে পারবেন। এই রিসালাগুলোর নাম (১) **নূর ওয়ালা চেহারা** (২) **ফিরআউনের স্বপ্ন** (৩) **ছেলে হলে এমন** (৪) **মিথ্যুক চোর** (৫) **দুগ্ধপোষ্য মাদানী মুন্না**।

"নূর ওয়ালা চেহারা" আপনি পড়ুন বা বাচ্চাদের পড়ান বা শুনান তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অন্তরে **প্রিয় নবী, রাসূলে হাশেমী, মক্কী মাদানী** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক শৈশবের ঘটনাবলী শুনে তাঁর প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে এবং ভিডিও গেমস এর ইহকালীন ও পরকালীন ক্ষতিসমূহ সম্পর্কেও উপলব্ধি করতে পারবেন।

"ফেরআউনের স্বপ্ন" আপনারা পড়ুন বা বাচ্চাদের পড়ান বা শুনান তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলিমুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর শান ও মহত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং ঠান্ডা পানীয় **(Cold Drinks)** এর ক্ষতি সমূহ সম্পর্কেও উপকারী জ্ঞান অর্জিত হবে।

"ছেলে হলে এমন" আপনারা পড়ুন বা বাচ্চাদের পড়ান বা শুনান তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ জানা যাবে যে, হযরত সায়্যিদুনা ইসমাইল عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কিভাবে নিজেকে নিজে কোরবানীর জন্য পেশ করেছেন এবং অতঃপর কিভাবে জান্নাতী দুম্বা তাঁর স্থলে **আল্লাহ্ তাআলা** পাঠিয়েছেন, হযরত ইব্রাহিম عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام বিশেষ ফযিলতও জানা যাবে এবং টফি, চকলেট ও রঙ বেরঙের মিষ্টি লজেন্স খাওয়ার ক্ষতি সম্পর্কে জানা যাবে।

"মিথ্যুক চোর" রিসালা যদি আপনি পড়েন বা বাচ্চাদের পড়ান বা শুনান তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনারও এই বাচ্চারও মিথ্যার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে এবং সত্য বলার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে, তাছাড়া এই রিসালার শেষে যে মাদানী ফুল লিখা আছে, তা দিয়ে জাহির ও বাতিন পরিস্কার রাখার শিক্ষাও হবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

মেরে গাউস কা ওসীলা রাহে শাদ সব কবিলা, ইনহে খুলদ মে বাসা না মাদানী মদীনে ওয়ালে।
মেরে জিস কদর হে আহবাব উনহে করদে শাদ বেতা'ব, মিলে ইশক কা খাজানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।
মেরী আ'নে ওয়ালে নসলে তেরে ইশক হি মে মচলে, উনহে নেক তু বানানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪২৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাগদাদ পৌঁছেই হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ যুগশ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ এবং খুবই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ওস্তাদদের নিকট থেকে ইলমে দ্বীন অর্জন করেন, তাঁর ইলমে দ্বীনের প্রতি এমন ভালবাসা ছিলো যে, তিনি উপবাস থেকে এবং কষ্ট সহ্য করেও ইলমে দ্বীন অর্জন করেন, এপ্রসঙ্গে তাঁর ইলমে দ্বীনের প্রতি ভালবাসা এবং এই পথে আসা বিভিন্ন সমস্যায় ধৈর্যধারণ সম্পর্কে শ্রবণ করি।

উপবাস এবং ধৈর্য

হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর তামিমি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ স্বয়ং বলেন: একবার বাগদাদে দূর্ভিক্ষ দেখা দিলো, যার কারণে আমার অনেক অভাব এবং বিপদের সম্মুখীন হতে হয় আর অনেকদিন পর্যন্ত আমি খাওয়ার কিছুই পেলাম না। একদিন আমি ক্ষুধার তাড়নায় দজলা নদীর দিকে গেলাম, যেন সেখানে কোন শাক বা সবজির পাতা ইত্যাদি খেতে পারি, কিন্তু যেখানেই যাই সেখানেই আমার পূর্বে কোন না কোন ফকির বিদ্যমান থাকে এবং যদি কোন কিছু পেত তবে তার উপর সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়তো, আমি তাদের মাঝে বাধা হওয়া পছন্দ করলাম না এবং সেই অবস্থায় শহরে ফিরে এলাম যে, সেখানে কিছু খুঁজে নিবো, কিন্তু সেখানেও কিছু পেলাম না, অবশেষে আমি ক্ষুধায় কাহিল হয়ে মসজিদের এক কোণায় গিয়ে বসে গেলাম, কিছুক্ষণ পর এক অনারবী যুবক রুটি আর ভুনা মাংস নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলো এবং খেতে লাগলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: ক্ষুধার কারনে তার প্রতিটি গ্রাসেই আমার মুখ খুলে যাচ্ছিলো, কিন্তু আমি আমার নফসকে এরূপ আচরণের জন্য তিরস্কার করি, এমন সময় সে আমার দিকে তাকালো এবং খাবার এনে আমাকে পেশ করলো, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো আপনি কোথাকার অধিবাসী এবং কি করেন? আমি বললাম: জিলানের অধিবাসী এবং এখানে ইলমে দ্বীন অর্জন করছি। আপনি কি জিলানের অধিবাসী আব্দুল কাদের নামে কোন যুবককে চিনেন? আমি বললাম: সে আমিই, একথা শুনে সে ব্যাকুল হয়ে গেলো এবং আমার নিকট ক্ষমা চেয়ে বলতে লাগলো: আপনার শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান আমার নিকট আপনার জন্য ৮টি দিনার পাঠিয়েছেন, আমি যখন বাগদাদ আসি তখন আমার নিকট আমার নিজস্ব খরচাদি ছিলো,

কিন্তু আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে এতদিন অতিবাহিত হয়ে গেলো যে, আমার নিকট থাকা আমার নিজস্ব খরচাদী শেষ হয়ে গেলো, আমি উপবাস অবস্থায় আজ তৃতীয় দিন, বাধ্য হয়ে আপনার আমানত থেকে এক বেলা খাওয়ার জন্য রুটি ও মাংস এনেছি, এবার আপনি সানন্দে এই খাবার খেতে পারেন, কেননা এসব কিছু আসলে আপনারই, এখন আপনি আমার নয় বরং আমিই আপনার মেহমান, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি তাকে সান্তনা দিলাম এবং এই বিষয়ে আমার সন্তুষ্টি প্রকাশ করলাম, যখন আমরা খাবার খেয়ে নিলাম তখন আমি বাকী খাবার এবং কিছু টাকা তাকে দিয়ে বিদায় দিলাম। (কালাইদিল জাওয়াহের, ৯ পৃষ্ঠা)

মুঝে আপনি চৌকাট কা কুত্তা বানা লো, হামেশা রহোঁ বা ওফা গাউছে আযম।
তেরে আ'সতাঁ কা হোঁ মাঙ্গতা গুজারা হে, টুকরো পে তেরে মেরা গাউছে আযম।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৫৪ পৃষ্ঠা)

হে বাইসে বরকত	গাউছে পাক	কমজোর কি তাকত	গাউছে পাক
হে সাহেবে ইজ্জত	গাউছে পাক	মজবুর কি রাহাত	গাউছে পাক

♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক

উপর্যোপরি কষ্ট এবং ধৈর্যের ধরণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! আপনারা শুনলেন তো, কুতুবে রব্বানী, গাউছে সমদানী, কিন্দিলে নূরানী, শাহবাজে লা-মকানী হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُاللهِتَعَالٰى عَلَيْهِ ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য কিরূপ দুঃখ ও কষ্ট এবং উপবাস সহ্য করেছেন আর এমন অবস্থায়ও তিনি رَحْمَةُاللهِتَعَالٰى عَلَيْهِ তাকওয়া ও পরহেজগারী, ধৈর্য ও নিজের প্রিয় বস্তু অপরকে দেয়ার চেতনাকে ছাড়েননি, বরং যদি কোথাও হতে কোন খাবার মিলে যেতো তবে সহানুভূতির চেতনা এবং মঙ্গল কামণার প্রেরণায় অন্যকে তা ইছার করে দিতেন এবং নিজে ধৈর্যধারণ করতেন। ইলমে দ্বীন অর্জনের পথে হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কিরূপ দুঃখ ও কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন, তার অনুমান এই বিষয়টি থেকে গ্রহণ করুন যে, শায়খ আব্দুল্লাহ্ নাজ্জার رَحْمَةُاللهِتَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন:

আমাকে হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ স্বয়ং বলেছেন যে, আমার উপর এমন এমন বিপদও এসে পড়েছে, যদি সেই মুসিবত পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ হতো তবে পাহাড়ও ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতো, যখন সেই অত্যধিক মুসিবত আমার সহ্য ক্ষমতার বাইরে হয়ে যেতো তখন আমি জমিনে শুয়ে যেতাম এবং এই আয়াতে মোবারাকা তিলাওয়াত করতাম:

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ (পারা ৩০, আলম নাশরাহ, আয়াত ৫,৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে, নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে,

এবং যখন এই আয়াতের তিলাওয়াতের পর মাথা উঠাতাম তখন সকল কষ্ট দূর হয়ে যেতো এবং আমার শান্তি ও পরিতৃপ্তি অনুভব হতো। (কালাইদিল জাওয়াহের, ১০ পৃষ্ঠা)

ইলমে দ্বীনের প্রতি আগ্রহ

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইলমে দ্বীন অর্জনের ধরন বড়ই অভিনব ছিলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি আমার ছাত্র জীবনে ওস্তাদের নিকট থেকে সবক নিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে যেতাম, অতঃপর জঙ্গল ও বিরান ভুমিতে দিন হোক বা রাত, ঝড় হোক বা মুষলধারে বৃষ্টি, গরম হোক বা শীত আমার পড়া আমি অব্যাহত রাখতাম, সেই সময় আমি আমার মাথায় একটি ছোট পাগড়ী বাঁধতাম এবং সামান্য সবজী খেয়ে পেটের জ্বালা বুঝাতাম, কখনো কখনো এই সবজীও পেতাম না, কেননা ক্ষুধার কারণে অন্যান্য অভাবীরাও এদিকে চলে আসতো, এমন পরিস্থিতিতে আমার লজ্জা হতো যে, আমি দরবেশদের হক নষ্ট করি, বাধ্য হয়ে সেখান থেকে চলে যেতাম এবং আমার পড়া অব্যাহত রাখতাম, অতঃপর ঘুম আসলে খালি পেটেই কঙ্করে ভরা মাটিতে শুয়ে পড়তাম।

(কালাইদিল জাওয়াহের, ১০ পৃষ্ঠা)

মেরা হুব্বে দুনিয়া সে পিছা ছুড়া দে, আতা আপনি উলফত তু কর গাউছে আযম।
শাহা নফসে আম্মারা মাগলুব হো আব, হো শয়তান কা দূর শর গাউছে আযম।
যবাঁ পর রহে মেরী ইয়া পীর ও মুর্শিদ, তেরা যিকর আঠোঁ পেহের গাউছে আযম।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৫৮ পৃষ্ঠা)

দিলওয়ায়ে জান্নাত	গাউছে পাক	দো বদীয়ুঁ সে নফরত	গাউছে পাক
দো শওকে ইবাদাত	গাউছে পাক	সরকার কি উলফত	গাউছে পাক

♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক ♣ মারহাবা ইয়া গাউছে পাক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু ভাবুন তো যে, এতই দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করে তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ইলমে দ্বীন অর্জন করেছেন, এর পরও কখনো তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর মুখ থেকে কোন প্রকার অভিযোগ ও আপত্তির শব্দ বের হয়নি। এই ঘটনা থেকে আমরা এই মূল্যবান বাগদাদী ফুল পাই যে, যখনি কোন মুসিবত ও পেরেশানী চলে আসে তবে কোরআন ও হাদীসে বর্ণনাকৃত ধৈর্যের ফযিলত ও উৎসাহ উদ্দীপনা সমূহের প্রতি দৃষ্টি রেখে ধৈর্য ধারন করা উচিৎ এবং এই কথাটি মনে গেঁথে রাখা চাই যে, এই দুনিয়া পরীক্ষা কেন্দ্র, এতে যেমন আছে অসংখ্য প্রশান্তি ধায়ক উপায় তেমনি রয়েছে দুঃখ ও বিষাদের পাহাড়ও, সহজতার পাশাপাশি কঠিনতর উপত্যাকাও রয়েছে। এই কারণেই যখন থেকে মানুষের অস্তিত্ব এসেছে, তখন থেকে আজ পর্যন্ত সাধারণ মুমিন বরং আম্বিয়া ও মুরসালিনগণ عَلَیۡہِمُ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام এবং আউলিয়ায়ে কামিলিনগণও প্রশান্তি এবং আনন্দ লাভের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা এবং বিপদাপদেও পতিত হয়েছেন বরং অনেক সময় **আল্লাহ্ তাআলার** নৈকট্যতম ব্যক্তিরা সহজতার পরিবর্তে বিপদেই বেশী পতিত হয়েছেন, কিন্তু সেই পবিত্র ব্যক্তিগণ মুখে অভিযোগের শব্দ বের করার পরিবর্তে সর্বদা স্বতস্ফূর্ত ভাবে দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন বরং নিজের মুরীদ, ভালবাসা পোষনকারী এবং সম্পর্কযুক্তদেরও মাদানী প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। সুতরাং আমাদেরও সেই বুযুর্গ ব্যক্তিদের দেখানো পথে চলে **আল্লাহ্ তাআলার** পক্ষ থেকে অর্জিত নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং মুসিবতে ধৈর্যধারণ করা উচিৎ।

কোরআনে করীমের বিভিন্ন জায়গায় ধৈর্যের ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে, আসুন! ধৈর্য ধারনের অভ্যাস গড়ার লক্ষ্যে দু'টি **আল্লাহ্ তাআলার** ফরমান এবং দু'টি গাউছে **পাকের নানাজান, রহমতে আলামিয়ান, মাহবুবে রহমান** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবণ করি:

اُولٰٓئِكَ يُؤۡتَوۡنَ اَجۡرَهُمۡ مَّرَّتَيۡنِ بِمَا صَبَرُوۡا

(পারা ২০, আল কাসাস, আয়াত ৫৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ তাদেরকে তাদের প্রতিদান দু’বার দেওয়া হবে বিনিময়ে তাদের ধৈর্য্যের।

وَلَنَجۡزِيَنَّ الَّذِيۡنَ صَبَرُوۡۤا اَجۡرَهُمۡ بِاَحۡسَنِ مَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ ﴿۹۶﴾

(পারা ১৪, আন নাহল, আয়াত ৯৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং নিশ্চয় আমি ধৈর্যধারণকারীদেরকে তাদের ওই পুরস্কার দেবো, যা তাদের সর্বাধিক উত্তম কাজের উপযোগী হবে।

নবীদের সুলতান, রহমতে আলামিয়ান صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহা মর্যাদাময় ইরশাদ হচ্ছেঃ যে কোন মুসলামনের কোন কাঁটা বিধলো বা এর থেকেও সামান্যতম কোন বিপদ আসুক, তবে তার জন্য একটি মর্যাদা লিখে দেয়া হয় এবং তার একটি গুনাহ মুছে দেয়া হয়। (মুসলিম, কিতাবুল বিরের ওয়াস সিলাহ, পৃষ্ঠা ১৩৯১, হাদীস নং-২৫৭২)

নবী করীম, রঊফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেনঃ **আল্লাহ্ তাআলা** যার সাথে মঙ্গলের ইচ্ছা করেন, তখন তাকে মুসিবতে লিপ্ত করে দেন।

(বুখারী, কিতাবুল মরযী, ৪/৪, হাদীস নং-৫৬৪৫)

হে সবর তো খাযানায়ে ফিরদৌস ভাইয়ুঁ! আশিক কে লব পে শিকওয়া কাভী ভি না আ’সাকে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪১২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুঃখ এবং কষ্টে অভিযোগ আপত্তি করা এবং সর্বদা মানুষের সামনে নিজের পেরেশানীর কথা বলার চেয়ে এই পরীক্ষা এবং কষ্টের মোকাবেলা করে ধৈর্য ও বিনয় সহকারে কাজ করা উচিৎ। যদিও আজ কষ্টের মেঘ চেয়ে আছে তবে কাল اِنۡ شَآءَاللهعَزَّوَجَلّ আনন্দের বৃষ্টিও হবে, আজ বিপদ ঘিরে আছে তবে কাল اِنۡ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلّ প্রশান্তিময়ও হবে, যেমনিভাবে আনন্দের মুহুর্ত এসে চলে যায় তেমনি পেরেশানির সময়ও অতিবাহিত হয়েই যাবে। এই কারণেই হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ মুসিবতের সময় **আল্লাহ্ তাআলা**র এই মহান ফরমানের প্রতি দৃষ্টি রাখতেনঃ

اِنَّ مَعَ الۡعُسۡرِ يُسۡرًا ﴿۶﴾

(পারা ৩০, আলম নাশরাহ, ৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।

www.dawateislami.net

অতঃপর **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর এই ধৈর্য ও সহনশীলতার এমন প্রতিদান দিলেন যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় আপন যুগের সকল ওলামা মাশায়িখদের নেতৃত্ব অর্জন করেন।

গাউছে আযমের অবস্থান ও মর্যাদা

শায়খ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ বিন আহমদ বিন কুদামা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: শায়খুল ইসলাম, সুলতানুল আউলিয়া, মুহিউদ্দিন, সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ইলম অর্জনের জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। তিনি সেই সময়কার অনেক ওলামা এবং যুগের মাশায়িখের নিকট থেকে ইলম অর্জন করেন। যুগের মাশায়িখ এবং আউলিয়াদের সংস্পর্শে থাকেন। যার ফলে তিনি আপন যুগের ওলামা ও মাশায়িখদের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি অনেক দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করেছেন। অবশেষে তিনি দুনিয়াবী কার্যক্রম থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে **আল্লাহ্ তাআলার** স্বরণ এবং ওয়াজ ও নসিহতে লিপ্ত হয়ে যান। সর্ব যুগে তাঁর ফযিলত ছড়িয়ে পড়লো, দ্বীনের মর্যাদা তাঁর কারণেই প্রকাশ হয়ে গেলো, ইলমের পদমর্যাদা তাঁর কারনেই বৃদ্ধি পেতে লাগলো এবং শরিয়তের শক্তি তাঁর কারণেই ক্ষমতা লাভ করতে থাকে। ওলামাদের অনেক বড় দল তাঁর দিকে ধাবিত হয় এবং তাঁর শাগরিদ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে, অনেক ফকির দরবেশ, বড় বড় ওলামা এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পীরানে এজামগণও তাঁর থেকে খেলাফতের খিরকা অর্জন করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। (নুজহাতুল খাতিরিল ফাতির, ১৯,২০ পৃষ্ঠা)

তেরা যররা মাহে কামিল হে ইয়া গাউস, তেরা কতরা ইয়ামে সায়েল হে ইয়া গাউস!
কোয়ী সালিক হে ইয়া ওয়াসেলে হে ইয়া গাউস, ওহ কুচ ভি হো তেরা সায়েল হে ইয়া গাউস!
(হাদায়িকে বখশীশ, ২৫১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ইলমী (জ্ঞানময়) মর্যাদা

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া আত তাদফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ইলমে দ্বীন অর্জন সমাপ্ত করলেন তখন তিনি দরস ও পাঠদান এবং ইফ্‌তা এর মসনদে সমাসীন হলেন,

www.dawateislami.net

আর এর পাশাপাশি মানুষের মাঝে ওয়াজ ও নসীহত এবং ইলম ও আমল প্রচারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, সুতরাং সারা দুনিয়া থেকে ওলামা ও সূফিগণ তাঁর দরবারে ইলম অর্জনের জন্য উপস্থিত হতেন, সেই যুগে বাগদাদে তাঁর মতো কেউ ছিলো না। (কালাইদিল জাওয়াহের, ৫ পৃষ্ঠা) তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ইলমের (জ্ঞানের) সমুদ্র ছিলেন, তাঁর ইলমে ফিকাহ, ইলমে হাদীস, ইলমে তাফসীর, ইলমে নাহু এবং ইলমে আদব ইত্যাদি বিষয়ের উপর দক্ষতা ছিলো, যখন তাঁকে তাঁর ওস্তাদরা ইলমে হাদীসের সনদ দেন তখন বলতে লাগলো: হে আব্দুল কাদির! হাদীসের সনদ নামক জিনিসটি তো আমরা আপনাকে দিচ্ছি, কিন্তু আসলে হাদীসের অর্ন্তনিহিত অর্থ এবং মর্ম বুঝা তো আমরা আপনার নিকট থেকে শিখেছি। (হায়াতিল মু'জাম ফি মানকিবে গাউছে আযম, ৪৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর ইলমে দ্বীন প্রসারের উৎসাহ এমনভাবে ছিলো যে, তিনি তাঁর সময়কে একেবারে নষ্ট করতেন না এবং ইলমী কাজেই বেশীরভাগ ব্যস্ত থাকতেন, অন্য শহরের ছাত্ররাও তার প্রশংসা এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দক্ষতার চর্চা শুনে তাঁর খিদমতে ইলমে দ্বীন অর্জন এবং তাঁর ফয়য ও বরকত অর্জনের জন্য উপস্থিত হতেন, তিনি ইলম ও আমলের এমন অনুসারী ছিলেন যে, যারাই তাঁর নিকট ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য আসতো, তারা খালি হাতে ফিরতো না, আসুন! তাঁর ইলম ও আমল এবং দরস ও পাঠদানের বৈশিষ্ট এবং ইলমী খিদমত সম্পর্কে শ্রবণ করি।

শিক্ষকতার মসনদ

হযরত সায়্যিদুনা কাযী আবু সাইদ মোবারক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর বাগদাদে একটি মাদরাসা ছিলো, তিনি সেখানে ওয়াজ ও নসীহত এবং ইলম অর্জনকারীদের পাঠদান করতেন, যখন কাযী সাহেব হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর ইলমী ও আমলী, দয়া ও উৎকর্ষতা এবং বিচক্ষনতার চর্চা শুনলেন, তখন কাযী সাহেব নিজের মাদরাসা তাঁর অধীনে করে দেন। অতঃপর লোকেরা যখন তাঁর দয়া ও উৎকর্ষতা এবং ইলমী দক্ষতার চর্চা শুনলো তখন অধিকাংশ মানুষ তাঁর দরবারে ইলমে দ্বীন অর্জন করার জন্য উপস্থিত হতে থাকে। (সীরাত গাউছে আযম, ৫৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

১৩টি বিষয়ে জ্ঞানের দক্ষতা

বাহ্জাতুল আসরার প্রণেতা হযরত আল্লামা নূরুদ্দিন আবুল হাসান আলী শাতনূফি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ১৩টি বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ব বয়ান করতেন, তাঁর মাদরাসায়ে আলীয়ায় লোকেরা তাঁর থেকে তাফসীর, হাদীস এবং ইলমে কালাম ইত্যাদি পাঠ করতেন, দুপুরের পূর্বে এবং পরে দুই সময়ই লোকদের তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ, কালাম, উসুল এবং নাহু পড়াতেন আর যোহরের পর তিনি তাজবীদ ও কিরাআত সহকারে কোরআনে করিম পড়াতেন। (বাহজাতুল আসরার, ২২৫ পৃষ্ঠা)

ছাত্রদের প্রতি ভালবাসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُاللهِتَعَالٰى عَلَيْهِ ইলম ও আমলের অনুসারী এবং খুবই উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, তিনি ছাত্রদের খুবই স্নেহ করতেন, তাদের ছোট ছোট প্রয়োজনের বিষয়েও সজাগ দৃষ্টি রাখতেন।

ছাত্রদের জ্ঞানার্জনে সাহায্য

ইমাম ইবনে কুদামা হাম্বলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবারে হযরত সায়্যিদুনা গাউসুল আযম, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি উত্তর দেন যে, আমি তাঁর জীবনের শেষ সময়ে তাঁকে পেয়েছি এবং তাঁর মাদরাসায় ছিলাম, আমাদের প্রতি এমনভাবে খেয়াল রাখতেন যে, কখনো গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর শাহাযাদা হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহইয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে আমাদের নিকট পাঠাতেন, আমাদের জন্য প্রদিপ জালাতেন এবং তিনি رَحْمَةُاللهِتَعَالٰى عَلَيْهِ আমাদের জন্য তাঁর ঘর থেকে খাবার পাঠাতেন।

(সীয়রে আলামুন নাবালা, আল শেয়খ আব্দুল কাদের বিন আবী সালেহ, ১৫/১৮৩)

তেরে দর সে হে মাঙ্গতোঁ কা গুজারা ইয়া শাহে বাগদাদ,
ইয়ে সুন কর মে নে ভি দামন পাসারা ইয়া শাহে বাগদাদ!
শাহা! খাইরাত লেনে কো সালাতিনে যামানা নে,
তেরে দরবার মে দামন পাসারা ইয়া শাহে বাগদাদ! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৪৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন আপনারা তো! হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইলমে দ্বীন অর্জনকারী ছাত্রদের উপর কিরূপ স্নেহশীল ছিলেন যে, তাদের জন্য নিজের ঘর থেকে খাবার পাঠিয়ে দিতেন, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, দ্বীনি শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন সমূহের দিকে নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী গভীরভাবে খেয়াল রাখা, যেমন যাদের সামর্থ্য আছে বিশেষ করে গরীব ছাত্রদের জন্য দ্বীনি কিতাব, পোষাক, ঋতু অনুযায়ী থাকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি অর্জন এবং অন্যান্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে নিজের অংশ মিলিয়ে দ্বীনের সাহায্যকারীদের সারিতে আমরাও অর্ন্তভূক্ত হয়ে যাই, কে জানে হতে পারে এই নেক কাজের বরকতে আমাদের **পাক পরওয়ারদিগার** আমাদের উপর সর্বদার জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন, কে জানে হতে পারে এই নেক কাজের বরকতে আমরা চুড়ান্ত ক্ষমার সম্মান পেয়ে যাব, দেখুন! যেমনিভাবে আমরা আমাদের সন্তানদের উন্নততর খাবার খাওয়ানো পছন্দ করি, উত্তম পোষাকে দেখতে পছন্দ করি, একটিবার ভাবুন তো! শীতের সময় আমরা আমাদের সন্তানদের কতই খেয়াল রাখি যে, যেন আমার কলিজার টুকরোর ঠান্ডা না লেগে যায়, আমার সন্তানের শরীর এমন যে, না সামান্য ঠান্ডা বাতাস সহ্য করতে পারে, না গরম বাতাসের সামান্যতম ঝাপটা, ঠিক তেমনি ইলমে দ্বীন অর্জনকারী ছাত্রদের বেলায়ও ভাবুন যে, তাদেরও অনেক জীবন অতিবাহিত করার অনেক মৌলিক প্রয়োজনাদি থাকতে পারে, যা সব জায়গায় সহজে পাওয়া যায় না।

আজকে আমরা যে হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর গেয়ারভী শরীফ উদযাপন করছি, তাঁর দ্বীনি ছাত্রদের প্রতি সহানুভুতির একটি দিক এটাও ছিলো যে, তিনি তাদের দূর্বলতা গুলো তুলে ধরতেন, যেমন হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আহমদ বিন মোবারক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট একজন অনারবী ছাত্র ছিলো, সে খুবই দূর্বল মেধাম্পন্ন ছিলো, অনেক কষ্টেই কোন কিছু তার বুঝে আসতো, একবার সেই ছাত্র তাঁর নিকট বসে সবক পাঠ করছিল এমন সময় ইবনে সামহাল নামক এক ব্যক্তি হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর যিয়ারতের জন্য উপস্থিত হলো, যখন সে এই ছাত্রের মেধাহীনতা এবং

হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর এই ছাত্রের মেধাহীনতায় ধৈর্য ও সহনশীলতা দেখলেন তখন অনেক আশ্চার্য্য হলো, যখন সেই ছাত্র সেখান থেকে উঠে চলে গেলো তখন ইবনে সামহাল আরয করলো: এই ছাত্রের মেধাহীনতা এবং আপনার ধৈর্য আমাকে আশ্চার্য করেছে। তিনি বললেন: তার কারণে আমার কষ্ট মাত্র এক সপ্তাহ থেকেও কম সময়ের, কেননা এই ছাত্রের ইন্তিকাল হয়ে যাবে।

হযরত সায়্যিদুনা আহমদ বিন মোবারক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: সেই দিন থেকে আমরা সেই ছাত্রের দিন গণনা শুরু করলাম এবং এক সপ্তাহ পূর্ণ হওয়ার শেষ দিন সে বাস্তবেই ইন্তিকাল করলো। (কালাইদিল জাওয়াহের, ৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ফতোয়া লিখনীর বাদশাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এমনিভাবে হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ দরস ও শিক্ষকতা, রচনা ও সংকলন, ওয়াজ ও নসীহত এবং এছাড়াও বিভিন্ন প্রজ্ঞাময় শাখায় দক্ষতা রাখতেন, কিন্তু বিশেষ করে ফতোয়া লিখনে তাঁর সেই উৎকর্ষতা অর্জন ছিলো যে, সেই যুগের বড় বড় ওলামা, ফুকহা এবং মুফতীয়ানে কিরামগণও رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی তাঁর অসাধারণ ফতোয়া প্রদানে আশ্চার্য হয়ে যেতেন।

শায়খ ইমাম মুয়াফফেকুদ্দিন বিন কুদামা رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: আমি ৫৬১ হিজরীতে বাগদাদ শরীফ গেলাম, তখন দেখলাম যে, শায়খ সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ সেই সব ব্যক্তিত্বদের অর্ন্তভূক্ত, যাদের সেখানে ইলম ও আমল এবং ফতোয়া লিখনের বাদশাহী দেয়া হয়েছে। (বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা ২২৫) তাঁর জ্ঞানের দক্ষতার অবস্থা এমন ছিলো যে, যদি তাঁকে খুবই জটিল মাসআলাও জিজ্ঞাসা করা হতো তবে তিনি সেই মাসআলার অতি সহজ ও উত্তম উত্তর প্রদান করতেন, তিনি দরস ও শিক্ষকতা এবং ফতোয়া লিখনে প্রায় তেত্রিশ (৩৩) বছর দ্বীনে মতিনের খিদমত করেছেন, এই সময় যখন তাঁর ফতোয়া ইরাকের ওলামাদের নিকট নেয়া হত তবে তারা তাঁর উত্তরে আশ্চার্য হয়ে যেতো।

www.dawateislami.net

ইমাম আবু ইয়ালা নাজিমুদ্দিন رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ইরাকে ফতোয়ার বিষয়ে অনেক প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং লোকেরা ফতোয়ার জন্য তাঁর উপরই নির্ভর করতো। (বাহজাতুল আসরার, ২২৫ পৃষ্ঠা) আসুন! এপ্রসঙ্গে হুযুর গাউছে পাক رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর জ্ঞানের দক্ষতার একটি ঘটনা শ্রবণ করি:

জটিল মাসআলার সহজ উত্তর

হুযুর গাউছে পাক رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর শাহাযাদা হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রাজ্জাক জিলানী رَحْمَۃُاللہِتَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: একবার হুযুর গাউছে পাক رَحْمَۃُاللہِتَعَالٰی عَلَیْہِ এর দরবারে প্রশ্ন পাঠানো হলো যে, এক ব্যক্তি তিন (৩) তালাকের কসম এভাবে করলো যে, সে **আল্লাহ্ তাআলার** এমন ইবাদত করবে, যা পুরো দুনিয়ায় কোন ব্যক্তি এই সময় করছে না। যদি সে এরূপ করতে না পারে তবে তার স্ত্রীকে তিন তালাক। যখন হুযুর গাউছে পাক رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর দরবারে এই মাসআলা উপস্থাপন করা হলো এবং জিজ্ঞাসা করা হলো যে, সে ব্যক্তি এখন কি করবে এবং কোন ইবাদত করবে যেন স্ত্রী তালাক থেকে রক্ষা পায় আর কসমও ভঙ্গ না হয়? তখন তিনি দ্রুত এর উত্তর দিতে গিয়ে বলেন: সে ব্যক্তি মক্কায়ে মুকাররমা চলে যাবে এবং তাওয়াফের জায়গা খালি করিয়ে বেশী পরিমানে তাওয়াফ করবে, এতে তার কসমও পূর্ণ হবে আর স্ত্রীও তালাক হবে না। তাঁর এই উত্তর শুনে ওলামাগণ আশ্চার্য হয়ে গেলো।

(বাহজাতুল আসরার, ২২৬ পৃষ্ঠা)

উলুমে মুস্তফা ও মুরতাদা কে, তুমহিঁ পর হে খুলে আসরার ইয়া গাউস।

(কাবালায়ে বখশীশ, ৬৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

জাহেরী ও বাতেনী গুণাবলীর সমষ্টি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে হুযুর গাউছে পাক رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর তীক্ষ্ণ মেধাশক্তি এবং জ্ঞানের দক্ষতার অনুমান করা যায়, যিনি ওলামায়ে কিরামদেরও رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی আশ্চার্য করে দিতেন, এখানে একটি শরয়ী মাসআলার প্রতিও মনযোগ আকর্ষন করছি যে, দূর্ভাগ্যজনক ভাবে আমাদের সমাজে তালাকের

বিষয়ে খুবই ভুল পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয়ে গেছে আর তা হলো যে, যদি **আল্লাহ্** না করুক তালাক দেয়ার পর্যায় চলে আসে তবে একসাথে তিন তালাক দিয়ে দেয়া হয়, অথচ এটা ভূল পদ্ধতি, একত্রে তিন তালাক দেয়া নাজায়িয ও গুনাহ। এপ্রসঙ্গে দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের পক্ষ থেকে তালাক সম্পর্কে প্রকাশিত একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকার অধ্যয়ন খুবই উপকারী, এই নির্দেশিকা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** থেকেও পড়তে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর জ্ঞানের উৎকর্ষতা এবং ফযিলত সম্পর্কে শ্রবণ করছিলাম, তাঁর ইলমী ব্যস্ততা দ্বারা স্পষ্ট জানা যায় যে, তিনি তাঁর জীবনকে জ্ঞানার্জন এবং তা প্রসারের কাজে বিলিয়ে দেন, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ হুযুর গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর মিশনকে অনুসরন করে অন্তরে ইলমে দ্বীন অর্জনের আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং এর মাধ্যমে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্ট করা। মনে রাখবেন! ইলমে দ্বীন মানুষকে সমাজে উত্তম ব্যক্তি বানিয়ে দেয়, ইলমে দ্বীনের কারনেই **আল্লাহ্ তাআলা**র সকল সৃষ্টি এই ব্যক্তিকে ভালবাসতে শুরু করে, ইলমে দ্বীনের কারণেই মানুষের সম্মান ও আভিজাত্য অর্জিত হয় এবং ইলমে দ্বীনের কারণেই মানুষ তাকওয়া ও পরহেজগারী অবলম্বন করে, আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসংখ্যবারই ইলমে দ্বীনের ফযিলত বর্ণনা করতে গিয়ে নিজের গোলামদের ইলমে দ্বীন অর্জন করার উৎসাহ দিয়েছেন। আসুন! এপ্রসঙ্গে পাঁচটি (৫) **নবী করীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবণ করি:

১. হযরত সায়্যিদুনা মুয়াজ বিন জাবাল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ইলম অর্জন করো, কেননা তা অর্জন করা **আল্লাহ্ তাআলা**র ভয়, তা অন্বেষণ করা ইবাদত, এর দরস দেয়া তাসবীহ, এর কথোপকথন জিহাদ, অজ্ঞকে জ্ঞান দান করা সদকা এবং এর উপযুক্তদের নিকট তা পৌঁছানো, **আল্লাহ্ তাআলা**র নৈকট্য অর্জন করা।

এটি নির্জনে সহানুভূতিশীল, একাকিত্বের সাথী, সুখ দুঃখে দলিল, বন্ধুর নিকট সৌন্দর্য, অপরিচিত মানুষের নিকট নৈকট্যময়, এবং জান্নাতের পথে মিনার। **আল্লাহ্ তাআলা** এর কারণে সম্প্রদায়কে উন্নতি দান করেন এবং একে নেকী ও মঙ্গলময় কাজে এমন পথপ্রদর্শক বানিয়ে দেয়া হয় যে, তার অনুসরন করা যায়, মঙ্গলময় কাজে এর পথনির্দেশনা নেয়া যায়, এর পদাঙ্ক অনুসরন করে চলা যায়, এর কাজ কর্মের অনুসরন করা যায়, এর সিদ্ধান্ত শেষ বাক্য হয়, ফিরিশতারা এর বন্ধুত্ব কামনা করে এবং তাকে তাদের ডানা দিয়ে স্পর্শ করে, সকল শুকনো ও ভেজা বস্তু এমনকি সাগরের মাছেরা, কীট পতঙ্গ, জমিনের হিংস্র জন্তু জানোয়ার, আকাশের তারা সকলেই তার মাগফিরাত চাইতে থাকে। এজন্যই যে, ইলম অন্ধ অন্তরের জীবন, অন্ধকার চোখের আলো এবং দূর্বলদের শক্তি। বান্দা এর কারণে নেক লোকদের সমকক্ষ এবং উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে যায়। ইলমে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা রোযা রাখার সমান এবং তা পড়া রাতে কিয়াম করার সমান। ইলমের মাধ্যমেই **আল্লাহ্ তাআলার** ইবাদত ও আনুগত্য হয়, এর দ্বারাই একত্ববাদ এবং ভক্তি ও তাকওয়া অর্জিত হয়, এর কারণেই আত্মিয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা হয়, ইলম হচ্ছে ইমাম এবং আমল এর অনুসারী। ইলম নেককার লোকদের অন্তরে প্রবিষ্ট করা হয়, আর বদকারদের এর থেকে বঞ্চিত রাখা হয়।

(জামেউল বয়ানুল ইলম ওয়া ফাদালা, বাব জামেয়ে ফি ফদলিল ইলম, ৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৪০, সংক্ষেপিত)

২. যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণে কোন রাস্তা দিয়ে চলে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন। (মুসলিম, কিতাবুয যিকরে ওয়াদ দোয়া, ১৪৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৬৯৯)

৩. যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য ঘর থেকে বের হয় তবে যতক্ষণ পর্যন্ত ফিরে আসবে না, **আল্লাহ্ তাআলার** পথেই থাকবে।

(তিরমিযী, কিতাবুল ইলম, ৪/২৯৪, হাদীস নং-২৬৫৬)

৪. **আল্লাহ্ তাআলা** যার সাথে মঙ্গলের ইচ্ছা পোষণ করেন, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। (বুখারী, কিতাবুল ইলম, ১/৪২, হাদীস নং-৭১)

৫. যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, শুধুমাত্র তিনটি ছাড়া, (১) সদকায়ে জারিয়া (২) এমন ইলম যা, থেকে উপকার অর্জিত হয় (৩) নেককার সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে।

(মুসলিম, কিতাবুল ওসীয়া, ৮৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৬৩১)

www.dawateislami.net

ইলম ভুলে যাওয়ার ক্ষতি সমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই হাদীসে মোবারাকা দ্বারা ইলমে দ্বীনের যেখানে আরো অনেক ফযিলত জানা গেলো, তেমনি এটাও জানা গেলো, সদকায়ে জারিয়া, ইলমে দ্বীনের প্রসারতা এবং নেককার সন্তান এমন নেকী, যা মৃত্যুর পরও তার সাওয়াব পৌঁছাতে থাকে। সুতরাং নিজের সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষা দেওয়ার জন্য সংকল্প করে নিন এবং তাদের জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি করিয়ে দিন। বর্তমান যুগে মন্দ কাজের মধ্যে সবচেয়ে বড় মন্দ কাজ হচ্ছে অজ্ঞতা, যা সমাজের অন্যান্য মন্দকাজের মধ্যে সর্বোচ্চ, ঘরোয়া বিষয়াদি হোক বা ব্যবসা বানিজ্য, বন্ধু বান্ধবের হোক বা আত্মিয় স্বজনদের, বিবাহ হোক বা সন্তানের উত্তম শিক্ষা, মোটকথা কি **আল্লাহ্ তাআলার** হক এবং কি বান্দার হক, জীবনে প্রতিটি স্তরে যেখানেই হোক যেভাবেই হোক না কেন যেসব মন্দ রয়েছে, যদি আমরা চুপচাপ এসব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি তবে এই কথাটি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এর মূল ভিত্তি এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কারণ হলো ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্ব। ইলমে দ্বীনকে হারিয়ে বসা এবং সঠিক পথপ্রদর্শন থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণেই শুধু কর্মকান্ড ও চরিত্র নয় বরং আক্বিদা ও ইবাদতেও বিভিন্ন ধরনের মন্দ ও ভুলত্রুটি খুবই দ্রুততার সহিত বেড়ে চলছে, এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য শুধুমাত্র ইলম অর্জন করে নেয়াই যথেষ্ট নয় বরং নিজের ইলম (জ্ঞান) অনুযায়ী আমল করা এবং এর মাধ্যমে অন্যের সংশোধনের চেষ্টা করাও জরুরী। এই কারণেই শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ তাঁর মুরীদ, ভালবাসা পোষনকারী এবং তার সংশ্লিষ্টদেরকে নিজের এবং অন্যের সংশোধনের চেষ্টায় লিপ্ত থাকার জন্য মাদানী মন-মানসিকতা দিতে গিয়ে তাদের এই মাদানী উদ্দেশ্য দান করেছেন: **আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।** اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ

www.dawateislami.net

“জামেয়াতুল মদীনা” মজলিশের পরিচিতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! এই মাদানী উদ্দেশ্যের অধীনে **দা’ওয়াতে ইসলামী** এই পর্যন্ত ১০২টিও বেশী বিভাগে সুন্নাতের খিদমতে সদা ব্যস্ত, এর মধ্যে একটি বিভাগ হচ্ছে জামেয়াতুল মদীনা। শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ইলমের প্রতি ভালবাসা এবং ইলম প্রসারের আগ্রহের ফলশ্রুতিতে **“মজলিশ জামেয়াতুল মদীনা”** এর অধীনে দেশে এবং দেশের বাইরে অসংখ্য **জামেয়াতুল মদীনা** প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জামেয়াতুল মদীনার সর্বপ্রথম শাখা ১৯৯৫ সালে নিউ করাচীর এলাকা গোদরা টাইন, বাবুল মদীনা (করাচী) এর মাদরাসাতুল মদীনার দ্বিতীয় তলায় খোলা হয়। যেখানে তিন জন ওস্তাদ ইসলামী ভাইদের আলিম কোর্সে (দরসে নিজামী) পড়ানো শুরু করে। এই **জামেয়াতুল মদীনা** প্রতিষ্ঠার পর বেশী দিন অতিবাহিত হয়নি, এই ভবন জ্ঞানার্জনকারী ইসলামী ভাইদের আধিক্যের কারণে পর্যাপ্ত হলো না। সুতরাং এই **জামেয়াতুল মদীনাকে** ১৯৯৮ সালে গুলিস্তানে জওহর জামে মসজিদ ফয়যানে ওসমান গণি এর পাশে বিশাল ভবনে পরিবর্তন করা হয়। এই সময়ে সবজী মার্কেট (শো মার্কেট) বাবুল মদীনা করাচীতেও সান্ধ্যকালিন **জামেয়াতুল মদীনা** শুরু হয়ে যায়।

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং **দা’ওয়াতে ইসলামীর** মুবাল্লিগদের ইলমে দ্বীন অর্জনের উৎসাহের ফলশ্রুতিতে যেমনিভাবে লাখো আশিকানে রাসূল ও আশিকানে গাউছে আযম, **আল্লাহ্ তাআলার** পথে সফরকারী **দা’ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়, তেমনি অসংখ্য আশিকানে রাসূল ও আশিকানে গাউছে আযম মাদানী কাফেলায় সফর করার পাশাপাশি ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য **জামেয়াতুল মদীনার** দিকে ঝুঁকে পড়ে। এভাবেই দুনিয়া জুড়ে **জামেয়াতুল মদীনার** অসংখ্য শাখা খোলা হয়। এই পর্যন্ত শুধু পাকিস্তানে ৪৩৭টি এবং বাংলাদেশে ৭টি **জামেয়াতুল মদীনার** ছাত্র ও ছাত্রী শাখা প্রতিষ্ঠিত, যাতে প্রায় ত্রিশ হাজারেরও অধিক ছাত্র ও ছাত্রী দরসে নিজামীর (আলিম কোর্স) শিক্ষা গ্রহণ করছে এবং অসংখ্য ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন ইলমের মুক্তো দ্বারা নিজের অন্তরকে সজ্জিত করে ডিগ্রি অর্জন করেন।

আপনিও আপনার নাম সেই সৌভাগ্যবানদের তালিকায় লিখিয়ে নিন এবং নিজের সন্তানদেরকেও **জামেয়াতুল মদীনায়** ভর্তি করিয়ে দিন, নিজের ভাই, বন্ধু, প্রিয়জন এবং অন্যান্য আত্মিয়দেরকেও ইনফিরাদি কৌশিশ করুন আর তাদের নিজ সন্তানদেরকে **জামেয়াতুল মদীনায়** ভর্তি করার মানষিকতা তৈরী করুন। এতে পৃথিবীর চর্তুদিকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হবে এবং অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে দূরীভূত হবে, আর তা আপনার জন্য সদকায়ে জারিয়াও অব্যাহত থাকবে। اِنۡ شَآءَاللّٰہعَزَّوَجَلَّ

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

গাউছে আযম رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর লিখনী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ দ্বীন ইসলামের খিদমত এবং উম্মতে মুসলিমার পথনির্দেশনার জন্য অনেক কিতাব রচণা করেছেন, আল্লামা আলাউদ্দিন বাগদাদি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তাঁর রিসালায় তাযকিরায়ে কাদেরীয়ায় হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর ৭টি কিতাবের নাম লিপিবদ্ধ করার পর বলেন যে, গ্রহণযোগ্য বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, তাঁর রচিত কিতাবের সংখ্যা ৬৯টি।

(সীরাতে গাউছে আযম, ৬১ পৃষ্ঠা)

তাঁর ওয়াজ ও তবলীগ

হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ জাহেরী ও বাতেনী জ্ঞানকে প্রসারের জন্য দরস ও শিক্ষকতা এবং রচণা ও সংকলন করার পাশাপাশি ওয়াজ ও নসীহতের মাধ্যমেও দ্বীন ইসলামের অসংখ্য খেদমত করেছেন এবং তাঁর বয়ানে ধরন এমন প্রাঞ্জল ছিলো যে, লোকেরা দলে দলে তাঁর প্রতি প্রভাবিত হয়ে যায় আর যে লোকেরা তাঁর ইজতিমায় এসে যেতো, তারা মাঝখানে উঠে যেতো না বরং যতক্ষণ পর্যন্ত বয়ান চলতে থাকতো ততক্ষন চুপচাপ শুনতে থাকতো, কেননা তাঁর বয়ান খুবই প্রভাব বিস্তারকারী হতো, তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ যখন বয়ানের মাহফিল শুরু করলেন তখন উপস্থিতির আধিক্যের কারণে মাদরাসায়ে আলীয়ার জায়গা সংকুলান হচ্ছিলো না, লোকেরা আশে পাশের ভবন গুলো কিনে ওয়াকফ করে দিলেন, বাগদাদ ছাড়াও দূর দুরান্ত থেকে লোকেরা তাঁর ওয়াজ শুনার জন্য আসতে লাগলো।

(বাহজাতুল আসরার, ২০২-২০৩ পৃষ্ঠা)

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ সপ্তাহে তিন দিন বয়ান করতেন, যাতে অসংখ্য লোক এবং ওলামা ও সূফীরা তাশরীফ আনতেন, তাঁর ওয়াজ ও তবলীগ শ্রবণ করার জন্য আসা মানুষের সংখ্যা সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, সাধারণত সত্তর হাজার (৭০০০০) থেকেও বেশী লোক তাঁর বয়ানে অংশগ্রহণ করতো, যাতে ইরাকের ওলামা ও ফকিহ, মাশায়িক ও সূফীয়ায়ে কিরামগণও رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی থাকতো। (কালাইদুল জাওয়াহের, পৃষ্ঠা ১৮) হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُاللهِتَعَالٰی عَلَيْهِ এর মজলিশে চারশত (৪০০) লোক দোয়াত কলম নিয়ে উপস্থিত হতো এবং তাঁর বাণীগুলো লিখে সংরক্ষণ করতো। (কালাইদুল জাওয়াহের, পৃষ্ঠা ১৮) হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُاللهِتَعَالٰی عَلَيْهِ এর উম্মতের সংশোধনের চেতনা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর শাহযাদা হযরত শায়খ আব্দুল ওয়াহাব رَحْمَةُاللهِتَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ চল্লিশ (৪০) বছর বয়ান করেছেন। শায়খ ওমর কিমিয়ানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন যে, তাঁর কোন বয়ান এমন ছিলো না, যাতে লোকেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি এবং চোর, ডাকাত, ফাসিক, পাপিষ্ঠ তাঁর হাতে তাওবা করেনি।

(কালাইদুল জাওয়াহের, ১৮ পৃষ্ঠা)

মুহাররীর চার সো মজলিশ মে হাযির হো কে লিখতে থে,
হুয়া করতা থা জু ইরশাদে ওয়ালা গাউছে আযম কা। (কাবালায়ে বখশীশ, ৫৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِيْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

১০০ জন ফকীহের প্রশ্নোত্তর

হযরত মুফাররাজ বিন নাবহান শায়বানী رَحْمَةُاللهِتَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: যখন হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ প্রসিদ্ধ হয়ে গেলেন তখন বাগদাদের বিজ্ঞ একশত (১০০) জন ফুকাহায়ে কিরাম এই বিষয়ে একমত হলেন যে, প্রত্যেকে বিভিন্ন জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্পর্কে আলাদা আলাদ প্রশ্ন তৈরী করুন যেন এই প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ কে নিরুত্তর করা যায়। এই পরিকল্পনায় সবাই গাউছে পাক رَحْمَةُاللهِتَعَالٰی عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হলেন, হযরত সায়্যিদুনা শায়খ মুফার্‌রাজ رَحْمَةُاللهِتَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: আমি সেই সময় হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, যখন সেই ফুকাহায়ে কিরামগণ এসে বসলো,

www.dawateislami.net

তখন পীরানে পীর, রওশন যমির হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ মাথা মোবারক ঝুকিয়ে নিলেন, সেই সময় তাঁর সীনা মোবারক থেকে এমন একটি নূর বের হলো, যা সেই সকল লোকেরা দেখলো যাদেরকে **আল্লাহ্ তাআলা** দেখাতে চেয়েছেন, সেই নূর যেতে যেতে যখন এক একজন ফুকাহাদের সীনায় গিয়ে পৌঁছলো তখন সবাই ঘাবড়ে গিয়ে ছটফট করতে লাগলো, অতঃপর খালি মাথায় গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ পবিত্র মিম্বরের নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি একে একে সকলকে বুকের সাথে লাগালেন এবং বললেন: তোমার প্রশ্ন ছিলো এটি আর তার উত্তর হলো এটি, এভাবে একে একে সবার মাসআলা এবং তার উত্তর বলে দিলেন। যখন সেই মোবারক মজলিশ শেষ হলো তখন আমি সেই ফুকাহাদের নিকট গেলাম এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, ঘটনাটা কি? তখন তারা (গাউছে পাককে পরীক্ষা করার প্রতিফল র্বণনা করে বললো যে) যখন আমরা সেখানে এসে বসলাম তখন হঠাৎ সব কিছু ভূলে গেলাম যেন আমরা কিছুই জানি না। কিন্ত যখন গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ আমাদেরকে নিজের মোবারক বুকের সাথে লাগালেন তখন আমাদের প্রত্যেকে ইলম ফিরে আসলো এবং এর চেয়ে আরো আশ্চার্য বিষয় হলো যে, হুযর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ আমাদের প্রশ্নের সেই উত্তর প্রদান করলেন যা আমরা পূর্বে জানতামই না। (কালাইদুল জাওয়াহের, ৩৩ পৃষ্ঠা, বাহজাতুল আসরার, যিকরিল ওয়াজ, ৯৬ পৃষ্ঠা)

জু হক চাহে ওহ ইয়ে চাহে জু ইয়ে চাহে ওহ হক চাহে,
তু মিট সাকতা হে ফির কিস তারহা চাহা গাউছে আযম কা।
ফকিহোঁ কে দিলোঁ সে ধো দিয়া উন কে সাওয়ালোঁ কো,
দিলোঁ পর হে বণী আদম কে কবযা গাউছে আযম কা। (কাবালায়ে বখশীশ, ৫৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ নিজের পুরো জীবন ইলমে দ্বীনের সংস্করণ ও প্রসারে অতিবাহিত করেছেন। আমাদেরও তাঁর জীবন চরিত অনুযায়ী চলে ইলমে দ্বীন অর্জনে লিপ্ত হওয়া উচিৎ। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বর্তমান যুগে **দা'ওয়াতে ইসলামী** আমাদেরকে সহজভাবে ইলমে দ্বীন শেখার অনেক উপায় সৃষ্টি করে দিয়েছে।

মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নিদের উত্তম শিক্ষার জন্য মাদরাসাতুল মদীনা, দারুল মদীনা এবং দরসে নিজামী (আলিম কোর্স) করার আকাঙ্ক্ষী ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনদের জন্য জামেয়াতুল মদীনা প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের সাথে সম্পর্কযুক্ত ইসলামী ভাইদের প্রশিক্ষণ এবং তাদের মাঝে আরো উপযুক্ততা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন কোর্সও করানো হয়ে থাকে। এর মধ্যে ১২ দিনের **"ইসলাহী আমাল কোর্স"**, ৪১ দিনের **"১২ মাদানী কাজ কোর্স"** এবং ৬৩ দিনের **"মাদানী তারবিয়্যতি কোর্স"** তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। ফরয জ্ঞানার্জনের জন্য বিভিন্ন সময়ে **ফরয উলুম কোর্সের**ও ব্যবস্থা করা হয়, যাতে মুফতিয়ানে কিরাম রুটিন অনুযায়ী ইসলামী ভাইদের সহজভাবে ফরয জ্ঞান সম্পর্কিত মাদানী ফুল প্রদান করে থাকেন। যেহেতু এখন প্রায় সকল মোবাইলে মেমোরী কার্ড **(Memory Card)** লাগানোর ব্যবস্থা রয়েছে, সুতরাং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল ইলমে দ্বীন অর্জনের আকাঙ্ক্ষীদের সহজতার জন্য এই ফরয উলুম কোর্সের ভিডিও গুলো মেমোরী কার্ডে **(Memory Cards)** ভর্তি করে দিয়েছে, যেন মুসলমান বেশী পরিমাণে উপকৃত হতে পারে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে এই সকল কোর্সে যেমন ইলমে দ্বীন অর্জনের চেতনা সৃষ্টি করা হয়, তেমনি অনেক ফরয জ্ঞান সম্পর্কে অবহিতও হওয়া যায়। ইলমে দ্বীন অর্জন এবং আমলের উৎসাহ পাওয়ার জন্য উত্তম উপায় হলো প্রতি মাসে আশিকানে রাসূলের সাথে তিন দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করা এবং সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ করাও। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে থাকুন, আসুন উৎসাহ গ্রহণার্থে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করে দুনিয়া ও আখিরাতের বরকত লুটিয়ে নেয়া এক আশিকে রাসূলের মাদানী বাহান শ্রবণ করি।

সিনেমার অনুরাগী

আউরঙ্গী টাউন (বাবুল মদীনা, করাচী) এর এক ইসলামী ভাইয়ের চিঠির সারমর্ম হচ্ছে: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে আসার পূর্বে আমি নেকী থেকে অনেক দূরে, গুনাহের উপত্যাকায় বন্দি ছিলাম, আমার নেকীর প্রতি উদাসীনতা এবং

সিনেমা নাটকের প্রতি পাগলের মতো ভালবাসার অনুমান এই বিষয় থেকে করুন যে, ঘর থেকে আমি মাসে এক হাজার টাকা পকেট খরচ পেতাম, যা দিয়ে আমি নিত্য নতুন সিনেমার এবং নাটকের **V.C.D** কিনতাম, এমনকি আমার নিকট দুই হাজার (২০০০) টির চেয়েও বেশী **V.C.D** জমা হয়ে গেলো! একদিন এক আশিকে রাসূল সবুজ পাগড়ী শরীফে মুকুট পরিহিত অবস্থায় আমার নিকট এলো এবং ইনফিরাদি কৌশিশ করে আখিরাতে বিষয়ে কিছুটা এরূপ নেকীর দাওয়াত দিলো যে, খোদাভীতি আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে কম্পন সৃষ্টি করে দিলো, সেই আশিকে রাসূলের ইনফিরাদি কৌশিশের বরকতে আমি **দা'ওয়াতে ইসলামীর** **"সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায়"** উপস্থিত হয়ে গেলাম। সেখানে সংগঠিত সুন্নাতে ভরা বয়ান আমার গুনাহে অন্তরকে পরিবর্তন করে দিলো এবং শেষে ভাব গাম্ভীর্যপূর্ণ দোয়া অন্তরে এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করলো যে, আমি সিনেমার সকল **V.C.D** ভেঙ্গে চুরমার করে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট ঘরে এনে নিজে ও শুনতে লাগলাম এবং পরিবারের অন্যান্যদেরও শুনতে দিলাম, তবে এর বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমাদের পুরো পরিবারই মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কাদেরী রযবীর সিলসিলায় অর্ন্তভূক্ত হয়ে গেলাম।

বুরি সোহবতোঁ সে কিনারা কশি কর, কে আচ্ছোঁ কে পাস আ'কে পা মাদানী মাহোল।
তুমহেঁ লুতফ আ'জায়ে গা জীন্দেগী কা, করিব আ'কে দেখোঁ যরা মাদানী মাহোল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد